দৈনিক বাংলা
তারিখ ... 28 JAN 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

2

# ভাল স্কুলের সন্ধানে সবাই

হোসনে আরা শাহেদ

ভালো স্কুলের জন্য ব্যগ্রতা এখন উৎকণ্ঠায় গিয়ে পৌঁছেছে। পাওয়া যায় না বলেই এই উৎকণ্ঠা। না পাওয়ার কারণ মানমর্যদাসম্পন্ন বিদ্যালয়ের সংখ্যাল্পতা। এইসব প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সংখ্যার বাইরে ছাত্র ভর্তি করে না। সীটসংখ্যা অনুযায়ী ছাত্রসংখ্যা। এর ব্যতিক্রম ঘটে না। ঘটানো যায় না। ঘটালে পর্যায়ক্রমিক বিপর্যয় অনিবার্যভাবে দেখা দেবে-- পড়ালেখার মান ভালো থাকবে না; স্কুল ভালো রাখা যাবেনা।

অংকের মতো হিসাব। ফলাফল নির্ভুল হতেই হয়। এই কারণে ভর্তির ব্যাপারে অনড় থাকতে হয়। একেবারে অপোসহীন। ভর্তির নীতিমালা নির্ণয় করে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়।

এই ধারাটি কম-ভালো বা অ-ভালো স্কুলে নেই। নীতিমালা থাকে, তবে তা ধরে রাখা কঠিন। এ-ও অকারণ নয়। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে বৃহত্তর অঙ্গনের অসহযোগিতা। ভালো স্কুল যখন বলে 'সীট নেই', তখন তা বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাই মেনে নেয়া যায়; অন্য ধরনের স্কুলে এই 'নেই' কথাটি মেনে নেয়া যায় না; কেননা তাদের সীট সংখ্যার নির্দিষ্টতা যে থাকতে পারে, এ বিশ্বাস হতে চায় না।

সাধারণ মানের বিদ্যাপীঠের সীটের নির্দিষ্টতা যেন কোনও ব্যাপারই নয়, যতো ছাত্র আসবে, নিতেই হবে, নইলে ছেলেমেয়ে যাবে কোথায়? প্রয়োজনের তীব্রতা যাদের তাঁদের এ সত্য মনে রাখার কথা নয় যে-- ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হতে না পারলে কোথায় হবে, তার জবাব সাধারণ স্কুলগুলোর কাছে গচ্ছিত নয়-- এই দায় কর্তৃপক্ষের। অথচ এইসব স্কুলগুলো নিরুপায়। প্রভাব, চাপ, অনুরোধ এতোসবের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাবে তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। সাধ্যাতীত ছাত্র ভারে ন্যুজ এইসব বিদ্যালয়ের সমস্যা শুধু চক্রাকারে বাড়েই, তাতেই দিন চলে যায়, ছাত্র নিয়ে পড়ালেখার চর্চার সময় কোথায়।

ভালো স্কুলকে (যার মধ্যে সরকারী অ-সরকারী সবই আছে) ডিসটার্ব করে না কেউ, এমন কি সরকারী বদলির সুবাদে সঙ্গত দাবী তোলার অধিকার যাঁদের, তাঁরাও না। এ দিয়ে ধরে নেয়া যায়, ভালোদেরকে আরো ভালো করতে বা ভালো থাকতে দিতে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করছে পুরো সমাজ ও তার উদ্ভাবিত ব্যবস্থা বাদবাকিদের অথৈ ছাত্র--সমুদ্রে পরিণত হতে দিতে এবং সেই কারণে পড়াশোনার মানও স্রোতে ভেসে যেতে দিতে কোনও কর্নারে কারও আপত্তি নেই।

সাধারণ অর্থাৎ খ্যাতিহীন বিদ্যালয়ের সংকটের পঁচাত্তর ভাগ জবাব ঠিক এখানেই আছে। বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ের প্রাণ। কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে গেলে শ্রেণীকক্ষে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসার মতো দশা হয়। অপরিমিত ছাত্রসংখ্যা সব দিকেই সব অর্থেই সুষ্ঠু পাঠ অবস্থা ও ব্যবস্থার অন্তরায়।

ছাত্র সংখ্যার এমন ব্যবধান নিয়ে সকল স্কুলে সমমান প্রত্যাশা অতি-আশা। শিক্ষা পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষে ছাত্রসংখ্যা সীমিত রাখার যে বিধান, তার কারণ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। প্রতিটি শিক্ষার্থী শিক্ষকের সমান [illegible]যোগের দাবীদার। মেধা, গ্রহণ-[illegible] প্রকাশ-ভঙ্গী [illegible] প্রত্যুৎপন্ন [illegible] সবে ব্যক্তিতে ব্যক্তি[illegible] [illegible] থাকে [illegible]

তা তেমন অর্থে কাজে লাগে না। এর মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক কারণই মুখ্য। একটি ক্লাসে বিভিন্ন মানসিক স্তর ও বিভিন্ন মানের মেধার ছাত্রছাত্রী থাকে। টীচার যখন ধরে ধরে সকলের সঙ্গে কথা বলেন, জানতে চান, উত্তর পান, বোঝান, পরামর্শ দেন, তখন তা পৌঁছায় সকল ছাত্রছাত্রীর কানেই। এমনি করে ক্লাস শেষে দেখা যাবে পাঠ্যবিষয়টি তার পূর্ণআঙ্গিকে বিশ্লেষিত হয়ে মোটামুটিভাবে সকলের কাছে বোধগম্য হয়ে গেছে। এই বিশ্লেষণ বা আলোচনা শিক্ষার্থীর মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে। সমবয়সীদের মধ্যে শ্রেণীর প্রশান্ত পরিবেশে শিক্ষকের খোলামেলা আলোচনা শিক্ষার্থীর কাছে পাঠ্যবিষয়কে দ্রুত গ্রহণযোগ্য করে তোলে, তুলতে পারে। মূলত স্কুল-প্রথা এজন্যই। নইলে ঘরে টীচার রেখে পাঠদান ও পাঠসমাপনের রেওয়াজ গড়ে উঠতো বিদ্যালয়ের আর দরকার হতো না। সমবয়স ও গড়ে প্রায় সমান বুদ্ধিমত্তার ছাত্রছাত্রীদের একসঙ্গে পড়ানোর যে বাড়তি সুফল তার জন্যই শ্রেণীর বিন্যাশ এবং স্কুল গড়ে তোলা। শিক্ষাদানের লক্ষ্যও তাই-- শ্রেণীকক্ষে পাঠ। বাড়ির জন্য তুলে রাখা নয়। বাড়ির কাজের লক্ষ্য ভিন্ন ও বহুমুখী। তার মধ্যে প্রধান হলো ঘরে বসে পাঠচর্চা-- বিশেষত শিশু-পাঠে, যেন ভুলে না যায় এবং একই সঙ্গে মনোযোগের অনুশীলন; মাধ্যমিক ও তার পরবর্তী স্তরে 'বাড়ির কাজ' শিক্ষার্থীকে অধিকতর উন্নত অনু-শীলনের প্রেরণা জোগায়। কিন্তু পরি-স্থিতির কল্যাণে 'বাড়ির কাজ-ই'

কারণেই ক্লাস রুমে টীচারের ছাত্রপ্রতি মনোযোগের তারতম্যের প্রয়োজন হতে পারে। প্রয়োজন মাফিক সময় দেয়া না গেলে লক্ষ্য পূরণ হয় না। এই সময়টাই ছাত্রভারাক্রান্ত স্কুলের একজন শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পান না। পিরিয়ডের স্থিতি-কাল পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ বড়জোর পঁয়-তাল্লিশ মিনিট। কম করেও আশি-নব্বই ছাত্র-সংখ্যার এক একটি শ্রেণী-কক্ষে শিক্ষক-ছাত্র পিছু এক মিনিটও পান না। এর মধ্যে পড়া ধররে না পড়া বোঝাবেন না-কি তাদের কিছু লিখিয়ে দেখবেন অথবা নোট দেবেন। কিছুই হয় না, কিছুই করা যায় না। তাঁর পক্ষে যা করণীয় এমন ক্ষেত্রে, তা হলো নিয়ম রক্ষা করা অর্থাৎ ক্লাসে আসাযাওয়া এবং বাড়ির পড়া দিয়ে দেয়া।

একথা আমরা সবাই জানি এবং মানি, শ্রেণীকক্ষের পাঠ শিক্ষার্থীর জন্য যেমন ফলপ্রসূ তেমন আর কিছু নয়। বিশেষ ব্যবস্থায় প্রাইভেট টিচিং বা গ্রুপ কোচিং-এর যে আয়োজন হয়, এখন লেসন-স্কীমের মূল অংশে পরিণত; শ্রেণীকক্ষ যেন ছাত্রের পরিচয়ের জন্য মাত্র।

শ্রেণীকক্ষে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে একজন শিক্ষক আধঘন্টা সময়ে কী পাঠে উদ্বুদ্ধ করবেন? বেশির ভাগ স্কুলেই এমন করে শিক্ষকবৃন্দ হাঁপরে পড়েন। নির্দিষ্ট ছাত্রসংখ্যায় তাঁর পক্ষে পাঠ-পরিকল্পনা যেমন সহজ, তেমনি সম্ভব তার সফল বাস্তবায়নও। এতে শিক্ষক আনন্দ তৃপ্তি লাভ করেন অপরিসীম; শিক্ষার্থী পাঠের সার গ্রহণে সক্ষম হয় বলে পাঠ-মনস্ক হয়, পড়ালেখায় উৎসাহী হয়।

এমনটি যখন হতে পারছে না তখন স্কুল বা তার শিক্ষকের মান নিয়ে কটাক্ষ করার বা হতাশা পোষণের অবকাশ কোথায়। ভালো পরিবেশ রচনায় সাহায্য করে ভালো-মানের স্কুলকে আরও ভালো করতে দিয়ে বাদবাকি স্কুলের শ্রেণীকক্ষকে জন-সভাতুল্য করে ইপ্সিত ফলাফল পাওয়া গেল না বলে দুঃখ করা কতোটা সমীচীন।

বিতর্কের নয়, বিষয়টি বিশ্লেষণের। ভেবে দেখতে হবে, একদিকে স্কুল-সংখ্যা না বাড়িয়ে অন্যদিকে নির্দিষ্ট কয়টি স্কুলের স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখতে সাহায্য করে অন্য সব তথাকথিত সাধারণ স্কুলের ওপর ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর চাপ ফেলে তাদের 'মান'-এর যে সমালোচনা করে চলেছি, তা যুক্তিনির্ভর কতোখানি।

অথচ সাধারণ বিশ্বাসে ধরে নেয়া হয়, ভালো ফলাফল করার স্কুলের টিচিং স্টাফের গুণগত মান ও কর্তব্য পালনের নিষ্ঠা তুলনামূলকভাবে ভালো-ফলাফলে-অপরাগ স্কুলের শিক্ষক-বৃন্দের চাইতে অনেক বেশি। ভালো স্কুলের টীচার ভালো, সন্দেহ নেই, কিন্তু তেমন-সফল নয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জ্ঞান মান সদিচ্ছার ঘাটতি আছে। এমন ঢালাও তথ্য কি ঠিক। প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত সংকট ও ছাত্রসংখ্যার আধিক্য একজন নিষ্ঠাবান মেধাবী শিক্ষকের শ্রম সদিচ্ছা, অধ্যবসায় বর্ণহীন করে তুলতে পারে, তুলছেও।

এই অন্তর্নিহিত সত্য সংশ্লিষ্ট মহলে জানা আছে, কিন্তু তার নিরসনে তেমন কার্যকর উদ্যোগ দেখা দেয়নি বলে সমস্যা বাড়ছে। অভিভাবক দেখেন স্কুলের রেজাল্ট এবং তা দিয়েই যাচাই করেন তার মান। ভালোর প্রতি আকর্ষণ সহজাত এবং শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে তো এ আকর্ষণ অধিকতর [illegible]ত। ভালোর প্রতি আকাঙ্ক্ষা [illegible] [illegible]কেই সকলে অসফল প্রতিষ্ঠান

এড়াতে চান; না পারলে বাধ্য হয়ে তেমন একটিতে ভর্তি করেন এবং এখানে সন্তান ভালো করতে আরম্ভ করলে যশস্বী স্কুলে নিয়ে যান। এ ব্যাপারেও লক্ষ্যণীয় সাধারণ প্রতি-ষ্ঠানের ভাগ্য। কষ্ট করে চেষ্টা করে ভালো ছাত্র তৈরি করে নিলে তাকেও হারাতে হয় আরো-ভালো-র প্রতিযোগিতার জন্য।

প্রতিযোগিতা ভালো-- তবে এমন অসম প্রতিযোগিতা কি সঙ্গত? চিন্তা-ভাবনা এই দৃষ্টিকোণ থেকে শুরু করা গেলে জট খোলা সহজ হতে পারতো।

সাধারণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশি। শিক্ষক-ছাত্রসংখ্যাও অনেক অনেক বেশি। শিক্ষক সম্প্রদায়ের এই বিপুল অংশ কম-যোগ্য কিংবা বিপুলসংখ্যক ছাত্র নীরেট গবেট এমন কিছু ধরে নেয়া কেবল বিভ্রান্তিপূর্ণই নয়, অন্যায়। এমনিতেই সরকারী বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যে সার্বিক পর্বত-প্রমাণ বৈষম্য তার নিরসন এখনও হতে পারেনি। এর মধ্যে মুষ্টিমেয় সরকারী বেসরকারী অতিভালো উপাধি দেয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করে বৈষম্যের যে দিগন্ত প্রসারিত হলো, যে ব্যাপারটি হিসাবের বাইরে রাখা সঙ্গত হবে কি?

ভালো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান উন্নত কিন্তু তাদের অভিভাবকবৃন্দের ও ঘরে তত্ত্বাবধানের ভূমিকা গৌণ নয়। ভাগ্যবান শ্রেণীর পক্ষে সম্ভব ভালো স্কুলে নাম লিখিয়ে সন্তানের শিক্ষার সিংহভাগ দায় নিজেরাই নিয়ে নেয়া; স্কুল তাদের কাছে বাড়তি সংযোজন। শ্রেণী অধ্যুষিত এই সমাজে সম্পন্ন শ্রেণীই প্রাঞ্জল কারণে পারেন নামী-দামী প্রতিষ্ঠানে সীট পেতে; অসম্পন্ন ঘরের মেধাবী সন্তান শুধু মেধার জোরে এমন প্রতিষ্ঠানে ঠাঁই পায়, এমন কদাচিৎ দেখা যায়; যারা পায়, তারা ব্যতিক্রম।

তাহলে এ সত্য বেরিয়ে আসে, নাম-ডাক যে সকল প্রতিষ্ঠানের আছে, তাদের নাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সমাজ যেমন তৎপর তেমনি যত্নবান অভিবাকও। আর সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সাধ--সাধ্য যেমন খর্বিত সীমিত তেমনি সীমিত তাদের অভিভাবকদের সামর্থ্যও। সংকটের পরিবারে শিক্ষার উপকরণের ভার যেমন দুর্বিসহ, তেমনি দুর্ভার যাতায়াত খরচ, পোশাক, টিফিনসহ স্কুলের বেতন বহনও। এমন ক্ষেত্রে ঘরে সন্তানের জন্য একাধিক গৃহশিক্ষক রাখা বা ভালো গ্রুপ কোচিং-এ পাঠানো অসম্ভব। ঘরের স্কুলের অসহায়তা বা সংকট আমাদের ছাত্রসমাজের সুবিশাল অংশের ভাগ্যকে করে তুলছে অনিশ্চিত। একই সঙ্গে হতাশা সৃষ্টি করছে শিক্ষকতার পেশা সম্পর্কে। বোধ, বুদ্ধি, শুভ ইচ্ছা, স্বপ্ন নিয়েও একজন মেধাবী পরিশ্রমী শিক্ষক যশস্বী হতে পারেন না; পারে না আগ্রহ ঐকান্তিকতা নিয়েও এক একটি হতশ্রী বিদ্রাপীঠ যশমানের অধিকারী হতে। এর যে অশুভ ফল, তা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত পর্যা[illegible] প্রভাব ফেলছেনা, বিদ্ধ করছে স[illegible] গ্রিকভাবে সকলকেই। এতে এব[illegible] সম্প্রদায়ের মধ্যে ঔদ্ধত্য ধর[illegible] তাতে ফায়দা হচ্ছে না ক[illegible] হতে হচ্ছে পুরো সম[illegible] জাতিকে।

[illegible] বিষয়টি আসলে [illegible] ভেবে দেখা জরুরি [illegible]